যুগান্তর

তারিখ ... 30 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৫শ' ভারতীয় ভর্তির টার্গেট

যুগান্তর রিপোর্ট

এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিদেশী কোটায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিদেশী কোটায় আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩ আগস্ট মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নেয়। সূত্রমতে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে ইতিমধ্যে দেশের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের মালিক কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশী দেশ ভারতে চিকিৎসা বাজার সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। চলতি বছর দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কমপক্ষে ৫০০ ভারতীয় শিক্ষার্থী ভর্তির টার্গেট নিয়েছেন তারা।

বিদেশী কোটায় সুযোগ পাচ্ছে ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী

জানা গেছে, মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় সরকার কঠোর অবস্থানে থাকায় গত কয়েক বছর আসন শূন্য থাকায় অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ বন্ধের উপক্রম হয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধসহ প্রতি মাসে বিপুল অংকের টাকা খরচ হয়। সে তুলনায় শিক্ষার্থী না পাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বিপিএমসিএর পক্ষ থেকে সম্প্রতি বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়।

বিপিএমসিএ তথ্য অনুযায়ী গত বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ৫৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মোট ৪ হাজার ৯৭৫টি আসন রয়েছে। এরমধ্যে সাধারণ আসনের সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৩৪২টি। যার এক হাজার ৬৭৭টি আসন শূন্য ছিল। এছাড়া বিদেশী কোটায় ৯৫৬টি আসন শূন্য ছিল। এ প্রসঙ্গে বিপিএমসিএর মহাসচিব ও ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান শাহ মো. সেলিম যুগান্তরকে বলেন, এ দেশের বেশ কিছু বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চাহিদা রয়েছে বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে। গত বছর পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ আসনে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা নির্ধারিত থাকায় চাহিদা সত্ত্বেও ভর্তিচ্ছু সবাইকে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, এ বছর ৫০ ভাগ কোটায় বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো অর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

এদিকে ৫০ ভাগ বিদেশী কোটা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশী দেশ ভারতে চিকিৎসার বড় বাজার সৃষ্টি করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কমপক্ষে ৫০০ ভারতীয় শিক্ষার্থী ভর্তির টার্গেট নিয়ে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছেন তারা।

বিপিএমসিএর সদস্যরা জানান, আসন্ন ভর্তি মৌসুমকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের মালিকরা ইতিমধ্যেই কাশ্মির, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, আহমেদাবাদ, কলকাতা, গৌহাটিসহ বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেছেন। তারা স্থানীয় কনসালট্যান্টদের মাধ্যমে বিভিন্ন হোটেলে সভা-সেমিনার করে ওই দেশের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের অবস্থান তুলে ধরেন। পাশাপাশি দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া সহজতর করতেও অনুরোধ জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিক ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ভর্তির ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কঠোর বিধিনিষেধের কারণে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত উল্লেখ করে তারা বলেন, একটি ভালো মানের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ পরিচালনায় প্রতি মাসে বিপুল অংকের অর্থ খরচ হয়। দেশী শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে সে খরচ মেটানো সম্ভব হয় না। বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫ বছরের জন্য শিক্ষার্থী প্রতি ৩০ থেকে ৪৫ হাজার ডলার নেয়া হয়।

বিপিএমসিএর মহাসচিব ও ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান শাহ মো. সেলিম বলেন, বাংলাদেশে কলেজ ভেদে বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪৫ হাজার ডলার নেয়া হয়। কিন্তু ভারতে মেডিকেলে পড়তে একজন শিক্ষার্থীর ৫০ হাজার ডলার থেকে দেড় লাখ ডলার ব্যয় করতে হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশে শিক্ষার মান যেমন ভালো তেমনি খরচ কম। তাই ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পড়তে আগ্রহী।

তিনি বলেন, ঠিকভাবে প্রচার চালাতে পারলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

সামগ্রিক বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (স্বাস্থ্য শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল হান্নান যুগান্তরকে বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় তারা অর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় ও তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ বছর থেকে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি কোটা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করার সিদ্ধান্ত দেন। অধ্যাপক হান্নান বলেন, মন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় এখনও সরকারি আদেশ জারি হয়নি। তিনি দেশে ফিরলেই আদেশ জারি করা হবে।